যায়যায়দিন

তারিখ ... 2 8 NOV 2007 ...
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ২

জীববিতে ল্যাবের সুবিধা না থাকায় শিক্ষা কার্যক্রম ব্যাহত

মামুন হোসেন

জগন্নাথ ইউনিভার্সিটির বিজ্ঞান অনুষদের শিক্ষার্থীদের প্রাকটিকাল ক্লাস করার জন্য ল্যাবের প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধা নেই। বারবার ডিসি অফিস থেকে এ ব্যাপারে বিজ্ঞান অনুষদের বিভিন্ন ডিপার্টমেন্টের চেয়ারম্যানকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়ার নির্দেশ দেয়া হলেও তা আমলে নিচ্ছে না তারা।

অনুষদের শিক্ষার্থীদের প্রয়োজনীয় উপকরণের দীর্ঘদিনের দাবি পূরণ কিংবা অবকাঠামো উন্নয়নের কোনো উদ্যোগ কর্তৃপক্ষের নেই। জানা যায়, বিজ্ঞান অনুষদের আটটি ডিপার্টমেন্টের মধ্যে পাচটি ডিপার্টমেন্ট- পদার্থ বিজ্ঞান, রসায়ন, উদ্ভিদ বিজ্ঞান, ভূগোল ও পরিবেশ, প্রাণিবিদ্যাসহ প্রতিটি বিষয়ে তত্ত্বীয় পরীক্ষা ছাড়াও ব্যবহারিক অংশ রয়েছে । উক্ত শিক্ষার পাঠ পদ্ধতিতে বিজ্ঞানের বিষয়গুলোতে হাতে-কলমে শিক্ষা অর্জনকে প্রাধান্য দিয়ে ব্যবহারিক দিকে গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। জগন্নাথ ইউনিভার্সিটির বিজ্ঞানের ডিপার্টমেন্টগুলোতে আধুনিক ল্যাবরেটরি, প্রয়োজনীয় যন্ত্রাংশ, উপকরণসহ নেই পর্যাপ্ত সুযোগ-সুবিধা। সরেজমিন দেখা যায়, রসায়ন ডিপার্টমেন্টের ল্যাবে জমে আছে ময়লা-আবর্জনা। এখানে প্রয়োজনীয় কোনো যন্ত্রাংশ এবং উপকরণ নেই বললেই চলে। অভিযোগ আছে, কোর্স পরীক্ষা ছাড়া ব্যবহারিক ক্লাস হয় না। ফলে বিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষার্থীরা লাভবান হচ্ছে না। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক প্রাণিবিদ্যা ডিপার্টমেন্টের এক ছাত্র বলেন, বিজ্ঞানের ছাত্রছাত্রীদের যে ধরনের ব্যবহারিক উপকরণ সুবিধা প্রয়োজন তার সিকি ভাগও এখানে নেই। তাছাড়া প্রাকটিক্যাল পরীক্ষার নাম্বার নিয়ে শিক্ষকরা শিক্ষার্থীদের সঙ্গে রূঢ় আচরণ করেন। প্রাইভেট পড়তে বাধ্য করার চেষ্টায়ও তারা পিছপা হন না, যা ইউনিভার্সিটির জন্য অত্যন্ত লজ্জাকর। ২০০২-০৩ সেশনের তৃতীয় বর্ষের অনার্স ফাইনাল পরীক্ষার রেজাল্টে দেখা গেছে, বিজ্ঞানের বিভিন্ন ডিপার্টমেন্টের অনেক শিক্ষার্থী প্রাকটিকাল পরীক্ষায় ফেল করেছে। এ রেজাল্টে কেবল প্রাণিবিদ্যা ডিপার্টমেন্টেরই ৪০ ভাগ পরীক্ষার্থী প্রাকটিকালে ফেল করেছে।

এ ব্যাপারে বিজ্ঞান অনুষদের ডিন প্রফেসর আবু ইউসুফ যায়যায়দিনকে বলেন, কিছু পদ্ধতিগত কারণে ল্যাবগুলোর উন্নয়ন সম্ভব হচ্ছে না। কোনো ডিপার্টমেন্টের একটি পূর্ণাঙ্গ ল্যাবরেটরির জন্য ল্যাব অ্যাটেনডেন্ট, টেকনিশিয়ান ও ডেমনসট্রেটিড প্রয়োজন হয়। কিন্তু জগন্নাথ ইউনিভার্সিটিতে এতো লোকবল নেই। কয়েকটি পদে লোক নিয়োগ দেয়া হয়েছে। অবশিষ্ট পদ পূরণে নতুন করে পদ সৃষ্টি করতে হবে। তবে তিনি স্বীকার করেন, বিজ্ঞান শিক্ষায় পূর্ণাঙ্গ একটি ল্যাব অত্যন্ত জরুরি, যা ইউনিভার্সিটির বেশির ভাগ ডিপার্টমেন্টেই নেই। এ ব্যাপারে ইউনিভার্সিটির ভিসি ড. সিরাজুল ইসলাম খান বলেন, বিজ্ঞান অনুষদের প্রতিটি ডিপার্টমেন্টের চেয়ারম্যানদের কাছ থেকে ল্যাবরেটরির জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণের তালিকা নেয়া হচ্ছে। ল্যাবের জন্য আর্থিক বরাদ্দ, এছাড়া উন্নয়নের জন্য যতো তাড়াতাড়ি সম্ভব সব ধরনের ব্যবস্থা নেয়া হবে।